গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর)

গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন
চলতি পর্ব

২০-২১ শে জুলাই, ২০১৭
দার্জিলিং-কালিমপঙ-বিজনবাড়ির ঘটনাবলী সংক্রান্ত
কেন্দ্রীয় তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট: তথ্য ও ঘটনা

1) গোর্খাসত্তা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও এপিডিআর-এর নীতিগত অবস্থান
2) গোর্খাল্যান্ডঃ সমস্যা
3) কর্পোরেট ভারত ও নতুন রাজ্য গঠন
4) বাঙলা ভাগ প্রসঙ্গ
5) ভাষা-বিরোধে উস্কানি
6) সংঘাতে বিশেষ অডিটের ইন্ধন
7) ভারত–নেপাল চুক্তির বিরুদ্ধে ক্ষোভ
8) *মৃত্যু ঘিরে রাজনীতি*
9) পাহারে রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন ও এপিডিআর
10) বর্তমান তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্য
11) তথ্যানুসন্ধান
12) আক্রান্ত পরিবারগুলি ও পড়শিদের কথা
13) নিহতদের পরিবার থেকে পাওয়া তথ্যাদি
14) ইনটারনেট-কেবল টিভি-নেপালী সংবাদমাধ্যম বন্ধ থাকার অসুবিধা
15) শান্তিপূর্ণ আন্দোলন প্রসঙ্গ
16) *সরকারি খাদ্য-সরবরাহঃ ‘খাদ্যের অধিকার’ ভূলুন্ঠিত*
17) ‘হেরিটেজ’ ধ্বংস মানবাধিকার লঙ্ঘন
18) শ্বেতপত্র প্রসঙ্গ
19) অন্যান্য কিছু প্রসঙ্গ
20) দার্জিলিং ও কালিমপঙ-এর কথা
21) বিজনবাড়ির কথা
22) তথ্যানুসন্ধানী দলের প্রেস বিবৃতি
23) দারর্জিলিং জেলাশাসকের ডেপুটেশন
24) ম্যাপঃ দার্জিলিং ও সংলগ্ন অঞ্চল
25) শিলিগুড়ি শাখার প্রেস বিবৃতিঃ ৯ই আগষ্ট, ২০১৩

1. *গোর্খা-জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও এপিডিআর-এর নীতিগত অবস্থান1.*

গোর্খা-জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে এপিডিআর জাতিসত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠার ন্যায্য প্রচেষ্টা হিসেবে দেখে যা আন্তর্জাতিক বিল অফ রাইটসের স্বীকৃত মানবাধিকার। ১৯০৭ সাল থেকেই এ সত্তার স্বতন্ত্র স্বীকৃতির দাবি উঠেছে এবং ক্রমাগত এই দাবি জোরদার হচ্ছে।বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেও একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের জন্য দাবিকে এপিডিআর স্বীকৃত আইনসঙ্গত এবং সাংবিধানিক অধিকার বলে মনে করে। কোনো বিশেষ জাতিসত্তা নিজেদের বঞ্চিত ও অবদমিত মনে করলে রাষ্ট্র তার শান্তিপূর্ণ প্রতিবিধান করবে এটাকে এপিডিআর ভারত রাষ্ট্রের ‘রাষ্ট্রীয় কর্তব্য’ বলে মনে করে; অপরদিকে, অজুহাত সৃষ্টি করে তা দমনের রাস্তায় হাঁটলে তাকে ‘রাষ্ট্রীয়-সন্ত্রাস’ ঘোষণা করে নিন্দা করে ও ধিক্কার দেয়।

গোর্খা-জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি ও তা আদায়ের আন্দোলন আখেরে আজ ‘রাষ্ট্রীয়-সন্ত্রাস’-এর কবলে এমনটাই উঠে এসেছে পাহাড়ের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে এপিডিআর-এর তথ্যানুসন্ধানে। একদিকে নতুন রাজ্য গঠনের দাবিগুলির সামনে কেন্দ্রীয় সরকারের দিশাহীনতা ও রাজ্য সরকারকে রাজনৈতিক প্যাঁচে ফেলার সংকীর্ণ রাজনীতি এবং অন্যদিকে রাজ্য সরকারের উগ্র রাজনৈতিক মনোভাব এবং মন্ত্রী-নেতাদের আত্মম্ভরী আচরণ ও গোর্খা আন্দোলনের নেতৃত্বদায়ী ব্যক্তিদের প্রতি অসংযমী ভাষণকে এজন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী করছে এপিডিআর।

2. *গোর্খাল্যান্ড সমস্যা*

গোর্খা-জাতিসত্তার আত্মপরিচয়ের দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু, এই দাবিটি বৃহত্তর আন্দোলনের রূপ নিয়েছে ১৯৮০ পরে। এখনও দাবিটির যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা ও বাস্তব রূপায়ণের সমস্যা রয়েছে। আন্দোলনের মাধ্যমেই এই সমস্যাগুলির নিরসনের চেষ্টা করছেন বৃহত্তর গোর্খা সমাজ। 'আন্দোলনের অধিকার' সে- জন্যই মানব সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশের একটি মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত এবং সাধারণ মানুষের 'অধিকার আন্দোলনের' অংশ। আন্দোলন দমনে যারাই সচেষ্ট তাদের সে কাজকে এপিডিআর নিন্দা করে, বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় ও সরকারি দমন-পীড়নের। সে কারণে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনকে এপিডিআর আত্মপরিচয়ের স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ মনে করে এবং তাদের আন্দোলনের 'অধিকারকে' সমর্থন করে। দাবির যৌক্তিকতা ও বাস্তবায়নের সমস্যা সমাধানের দায় ও দায়িত্ব প্রধানত আন্দোলনকারীসহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকাগুলির। এপিডিআর-র তা বিবেচ্য নয়। রাজনৈতিকস্তরে আলোচনার মাধ্যমেই এপিডিআর সমস্যাটির সমাধান চাইছে। সাংবিধানিক কাঠামো অন্তরায় বিবেচিত হলে তা সংশোধনের মাধ্যমে সমাধান হতে পারে বলেও এপিডিআর মনে করে[১]।

[১]"ভারতের সংবিধানের যেসব ধারা মানুষের অধিকারকে থর্ব করে, সেগুলিকে বাতিল করার এবং যেসব অধিকার এখনও সংবিধানে স্বীকৃত নয়, সেগুলির স্বীকৃতি অর্জনের জন্য জনমত ও আন্দোলন গড়ে তুলতে সমিতি অঙ্গীকারবদ্ধ"। (এপিডিআর-এর 'লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য' থেকে উদ্ধৃত)। সংবিধানের ৩ (রাজ্য/ইউটি গঠনের ক্ষেত্রে), ২৩৯ (ইউটি সংক্রান্ত), ২৪৪(১) (৫ম তফশিল), ২৪৪(২) (৬ষ্ঠ তফশিল) এবং ২৭৫(১) (কেন্দ্রীয় দায়) ধারাগুলি এক্ষেত্রে বিবেচ্য ও সংবিধান-প্রদত্ত পরিধি বলে ধরা হয়। তাছাড়া 'গণভোট' প্রসঙ্গও এক্ষেত্রে খোলা আছে (উল্লেখ্যঃ '৪৭ সাল থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত ভারতে ৬ বার গণভোট হয়েছে; বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পেতে দিল্লি সরকারের দাবি আছে যদিও প্রসঙ্গটি বিতর্কিত করে রেখেছেন কিছু শাসক অনুগত সংবিধান-বিশেষজ্ঞ। ৪৪তম সংবিধান সংশোধনীর '**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONSô এর ২নং পয়েন্টে গণভোট সংক্রান্ত সাংবিধানিক অবস্থানটিকে এভাবে তুলে ধরা আছেঃ** It is, therefore, proposed to provide that certain changes in the Constitution which would have the effect of impairing its secular or democratic character, abridging or taking away fundamental rights prejudicing or impeding free and fair elections on the basis of adult suffrage and compromising the independence of judiciary, can be made only if they are approved by the people of India by a majority of votes at **a referendum** in which at least fifty-one per cent of the electorate participate. Article 368 is being amended to ensure this.

3. *কর্পোরেট ভারত ও নতুন রাজ্য গঠন*

কর্পোরেট শাসিত বর্তমান ভারত চায় কর্পোরেট লুন্ঠনের সুবিধার্থে 'কমন মার্কেট' এবং তদনুরূপ অর্থনৈতিক এবং আর্থিক ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ যার সঙ্গে ক্রমশ সঙ্গতিহীন হয়ে পড়ছে রাজ্যগুলির স্বশাসনের ফেডারাল অধিকার অর্থাৎ তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রগুলি। এক্ষেত্রে যেহেতু বিদ্যমান রাজ্যগুলিই কিছু বাধা দিতে এখনও সক্ষম সেহেতু নতুনভাবে রাজ্য গঠনের দাবিগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উপেক্ষা ও অবহেলার বিষয় যাকে নানা পন্থা, কৌশল ও প্রচার দাপটে ঢেকে রাখা ও চেপে দেওয়া বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি। বিজেপি-র কোনো আলাদা কিছু এক্ষেত্রে নেই, আছে কিছু প্রচারমাত্র। একমাত্র দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন হলেই কেবল জাতীয় দলগুলি কিছু ভাবে ও করে। সরকার-অনুগত সংবিধান বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা বারবার উপস্থিত করেই তারা ফেডারেল ঐক্য ও অখণ্ডতার ধারণাটিকে

জনমানস থেকে মুছে দিতে চাইছে যা দেশকে অতি-কেন্দ্রিকতার দিকে বয়ে নিয়ে চলেছে। রাজ্যগুলি কেন্দ্রের স্যাটেলাইট হয়ে পড়ছে।

প্রসঙ্গত এটা উল্লেখ করা দরকার 'গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন' দমন করতে গিয়ে এ রাজ্যের সরকার যেভাবে সেনা বা আধা-সেনার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে তা অতি-কেন্দ্রীয়করণের কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টাকে ফলবতী করছে এবং রাজ্যের মর্যাদাকে নষ্ট করছে। জঙ্গলমহলের ক্ষেত্রেও এমনটা চলছে। রাজ্য সরকার আর 'রাজ্যের সরকার' সরকার থাকছে না। রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার নজির গড়ছে। এ থেকে সরে আসতে হবে রাজ্যের কথা ভেবেই।

4. *বাংলা ভাগ প্রসঙ্গ*

১৯৫৪ সালে 'এ্যাবজর্বড এ্যারিয়া এ্যাক্ট' অনুসারে দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলকে একটি জেলা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়[৩]।

বিষয়টি অতি স্পর্শকাতর কারণ বাংলাকে ভাঙা হয়েছে, জোড়া হয়েছে এবং আবারও ভাঙা হয়েছে। তবে সেগুলি প্রধানত ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টির কারণে ও ভিত্তিতে। বাংলায় বাংলা কতটা আছে সে বিষয়ে সরকার 'কর্পোরেট'-নীরবতার শরিক। কারণ, 'কমন-মার্কেট' অর্থনীতি যে এসবের তোয়াক্কা করে না, শাসক-প্রশাসকদের তা ভালোই জানা আছে।

নতুন করে গোর্খাল্যান্ড রাজ্য গঠনের কারণে বাংলকে ভাঙা হলে তা অনেককেই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিভীষিকাকে স্মরণ করায় এবং সে-কারণে রাজনীতির খেলা হয়ে ওঠে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে ভারতে রাজ্যগঠনের নীতি অস্পষ্ট, প্রাগম্যাটিক ও বহুলাংশে দলীয় রাজনীতির ভালো-মন্দ তাড়িত। ফলে ঐকমত্য অর্জন কঠিন ব্যাপার। সত্তার ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের নিয়ম সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা তাও প্রশ্ন সাপেক্ষ কারণ ভারত বহু সত্তাবিশিষ্ট দেশ। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের সবচেয়ে বড়ো বাধা জাতীয় দলগুলির সর্বত্র রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অবাধ অধিকার। গোর্খাল্যান্ড প্রসঙ্গ ঘিরে এইসব জটিলতাকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টাও অব্যাহত। জিটিএ নিয়ে বর্তমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এই কারণে। ১৮ জুলাই, ২০১১ সালের জিটিএ চুক্তি মোতাবেক যে অধিকারগুলি জিটিএ-র বা পাহাড়-অধিবাসীদের পাওয়ার কথা ছিল তা পালন করা বা দেওয়া হল না কেন পাহাড় এ প্রশ্নে যতটা সংবেদনশীল ও প্রতিবাদী, সমতলে তার বিন্দু-বিসর্গও নেই। বাংলা-ভাগ নিয়ে যতটা তোড়ফোঁড়, অন্যের ভাগ কেন ৫ বছরেও দেওয়া গেল না তা নিয়ে কৌশলী উদাসীনতা বজায় রাখা হচ্ছে সমতলে যাতে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে পাহাড়-সমতল বৈরিতার আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার চেষ্টা শুরু থেকেই প্রচ্ছন্নভাবে করে আসা হয়েছে।

১৯০৭ সালে মর্লে-মিন্টো কমিশনে যে বীজটি (দার্জিলিং আদিবাসী-মূলবাসীরা নৃ-তাত্ত্বিকগতভাবে, জনজাতি হিসেবে, সামাজিক গঠণে, ধর্ম-চর্চায় ও ভাষাগতভাবে বাংলা থেকে স্বতন্ত্র) পোঁতা হয়েছিল তা ধাপে ধাপে (১৯১৭, ১৯২৯, ১৯৪৭, ১৯৫৫, ১৯৮৬-৮৮, ২০০৭, ২০১১,২০১৩, ২০১৭) বিকশিত হয়ে আজকের নতুন 'গোর্খাল্যান্ড' রাজ্য গঠনের দাবি ও আন্দোলনে রূপ পেয়েছে। বৃটিশ শাসন ব্যবস্থায় বাংলার অংশ হিসেবে দার্জিলিং পাহার অঞ্চল 'প্রত্যক্ষভাবে' কতোটা নিয়ন্ত্রণে ছিল তা যথেষ্টই প্রশ্ন-সাপেক্ষ; তবে স্বাধীনতার পর থেকে তা বাংলার একটা প্রত্যক্ষ-নিয়ন্ত্রিত অংশ হয়ে আছে তা তে কারুরই কোন সন্দেহ নেই। সিকিমের হাত থেকে তার বাংলার হাতে আসার মধ্যে বহু জট স্বাভাবিকভাবেই আছে; বাংলার সঙ্গে পাহারের সম্পর্ক যতো বৈরী হচ্ছে ততোই সিকিমের দাবী জোরদার হতে শুরু করেছে এবং সেটাই পাহারের অত্যাচারিত ও অবহেলিত মানুষের দাবি হয়ে উঠছে। পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনী দিয়ে সরকারের দমন-পীড়ন তাই পাহারের সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলছে। আন্দোলন দমনের কৌশল হিসেবে সমতলে পাহারবাসীর আসা বন্ধ করে দিয়ে সিকিমের উপর তাদের ইতিমধ্যেই অনেক বেশী (চিকিৎসা, খাদ্য-সংগ্রহ ইত্যাদি) নির্ভরশীল হতে বাধ্য করা হয়েছে। দমননীতির মধ্যে দিয়ে রাজ্য সরকার তার ঐতিহাসিক অপরিণামদর্শীতাকেই প্রকাশ করছে।

[৩] THE ABSORBED AREAS (LAWS) ACT, 1954
ACT NO. 20 OF 1954 [30th April, 1954.]

5. *ভাষা-বিরোধে উস্কানি*

বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে এমন তড়িঘড়ি ঘোষণা পাহাড়ে 'ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদ' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং এই স্ফুলিঙ্গটি থেকে পাহাড়ের বর্তমান দাবানল সৃষ্টি হয়েছে। এমন সিদ্ধান্ত বর্তমানে কতটা আইনানুগ ও বাস্তবে উপকারী/অপকারী সে সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়েই এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জটিলতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাব থাকা সত্ত্বেও

ঘোষণাটি করা হয়েছিল। ১৯৬১ সালের মে মাসে অসমীয়া ভাষাকে বাধ্যতামূলক করার নিষ্ঠুর পরিণতিতে শিলচরে ১১জন প্রতিবাদী বাংলা ভাষা-প্রেমিকের পুলিশের গুলিতে প্রাণ গিয়েছিল। এ কথা ভুলে যাবার নয়। বিধান রায় সে কথা ভুলে না গিয়ে তদানিন্তন দার্জিলিং জেলার জন্য নেপালী ভাষাকে সেখানকার সরকারি ভাষা হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন এবং নেপালী ভাষা আন্দোলনকে জায়গা দিয়েছিলেন। ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে বাংলার আইনসভার প্রস্তাবিত বিলের (সমগ্র রাজ্যেই বাংলা শিক্ষার ও প্রশাসনিক ভাষা হবে) অনুকরণ এখন সম্ভব কিনা তা ভাবার দরকার ছিল। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ২০১৪ সালের একটি রুলিং-এর কথা সরকার জানে, যেখানে বলা হয়েছে একজন শিশু ও তার অভিভাবকের প্রাথমিক স্তর থেকেই নিজের শিক্ষার ভাষা বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে সংবিধানের ১৯(১) (ক) ধারা মোতাবেক। মাতৃভাষার অধিকার কেড়ে নিলে তা সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ১৯, ২৯ এবং ৩০ ধারার বিরোধী হবে। সরকার এও জানে যে চলমান ভাষা-নীতিতে বাংলাকে বাধ্যতামূলক করতে হলে পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন আইন (১৯৬৩) সংশোধন করতে হবে 'আর টি ই আইনের' সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে। এতসব বাকি রেখে কেন রাজনৈতিক কারণে নতুন এবং বিতর্কিত ভাষানীতির কথা বলা হল তার দায় সরকারেই ঘাড়েই বর্তায়, পাহাড়বাসীর ঘাড়ে নয়।

6. *সংঘাতে বিশেষ অডিটের ইন্ধন*

জি টি এ-এর অন্তিম পর্বে (নতুন নির্বাচন জুলাই/আগষ্ট, ২০১৭ হবার কথা যেখানে ছিল) হঠাৎ ২০১৪-১৭- ৯০০/১০০০কোটি টাকা রাজ্য ও ৬০০ কোটি টাকা কেন্দ্র; মোট ১৫০০-১৬০০ কোটি টাকা পর্যন্ত প্রদত্ত অর্থের হিসেবে গরমিল আছে এমন অভিযোগে ফিনান্স দপ্তরের অডিট বিভাগ কর্তৃক বিশেষ অডিটের তড়িঘড়ি ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করাই নয় 'ব্যবস্থাও' হয়ে গেল; অর্থাৎ, জনমানসে জি টি এ পরিচালনায় দুর্নীতি ছিল এমন ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া হল! কারণ হিসেবে বলা হল খরচের 'ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট' পাওয়া যায়নি। পাহাড় ও জি টি এ কর্তৃপক্ষ একে রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বৈ অন্য কিছু নয় আখ্যা দিল এবং প্রশ্ন তুলল জি টি এ-র প্রাপ্য অধিকার ও অর্থ যে সরকার দেয়নি (উল্লেখ্য, এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে জি টি এ তরফে ২০১৬-র মামলা চলছে) সেই সরকারকে কেন অডিট করতে দেওয়া হবে? নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এই 'সরকারি-অডিট' কতটা গ্রহণযোগ্য এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্য সেসব নিয়ে বহু প্রশ্ন ও গুঞ্জন পাহাড়ে শুনতে পাওয়া গিয়েছে; দুর্নীতি হয়েছ বা হয়ে থাকতে পারে এমন সম্ভাবনা অস্বীকার না করেও। তথ্যানুসন্ধানের সময়ে মনে হয়েছে সরকার এখানেও চরম হটকারিতা করেছে। এ পর্যন্ত বিশেষ অডিট যে বিশেষ তথ্য জোগাড় করেছ বলে খবরে জানা গিয়েছে (টেন্ডার প্রক্রিয়ায় স্বজনপোষণ/ ১০-১২টা প্রকল্পে হিসেবে গরমিল/ বাড়তি দাম ধার্য) সেটা ধরলে প্রত্যেকটি সরকারি দপ্তরে (বিশেষভার কলকাতা পৌরসভা/পুলিশ ও ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব দপ্তরে) এখনই বিশেষ অডিট প্রয়োজন বলে অনেকের বক্তব্য।

সারদা-নারদ ইত্যাদি দুর্নীতির কান্ডে রাজ্য সরকারের একাধিক নেতা-মন্ত্রী যুক্ত আছেন এমন অভিযোগ যথেষ্ট জোরালোভাবে থাকায় জিটিএ-র দুর্নীতি নিয়ে সরকারের মাথাব্যাথার প্রধান লক্ষ্য 'রাজনৈতিক ঝাল মেটানো' বলেই পাহার ও সমতলে বহু মানুষের ধারণা।

7. *ভারত–নেপাল চুক্তির বিরুদ্ধে ক্ষোভ*

১৯৫০ সালের ভারত–নেপাল শান্তি ও বন্ধুত্ব চুক্তিটির ৭ম-ধারাটি প্রসঙ্গে গোর্খা জনসাধারণের উষ্মা দীর্ঘকালের এবং তা সঙ্গত; কারণ, এই চুক্তিটি থাকার ফলে ভারতীয় গোর্খাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব বারবার প্রশ্নের মুখে পড়ছে এবং তাদের অকারণ হয়রানির মধ্যে পড়তে হয়। কেন্দ্রীয় সরকার সবকিছু জানার পরও (নেপাল-ভারত সম্পর্ক ঘিরে অনিশ্চয়তা থাকা ও বেড়ে ওঠায়) বিষয়টি এড়িয়ে চলতে চাইছে এবং গোর্খাদের প্রতি একপ্রকার প্রতারণা করে যাচ্ছে[৮]।

[২]**Article 7**
The Government of India and Nepal agree to grant, on reciprocal basis, to the nationals of one country in the territories of the other, the same privileges in the matter of residence, ownership of property, participation in trade and commerce, movement and other privileges of a similar nature.

8. মৃত্যু ঘিরে রাজনীতি

৯ জনের গুলিতে মৃত্যু সম্পর্কে সরকার দাবি করেছে পুলিশ এ কাজ করেনি। সিভিল ও পুলিশ প্রশাসন একাকার করে ফেললে এবং ন্যূনতম মানবাধিকার বোধ হারিয়ে গেলে এমনটা বলায় অসুবিধা হয় না। কোনো নিরপেক্ষ তদন্ত হল না অথচ সরকার পুরোপুরি পুলিশি কথায় বিশ্বাস করে সিদ্ধান্ত নিলেন —-- একটি নয় সব মৃত্যুর ঘটনায় --- কোনো সরকার তার শাসনকালে গণতন্ত্র মুছে দিলে তবেই এসব দেখা যায়। মৃত্যু নিয়ে এমন রাজনীতি যাতে বন্ধ হয়, মৃত্যুর কারণ যাতে প্রকৃতই সামনে আসে, মৃতের পরিবারগুলি যাতে ক্ষতিপূরণ পায় এবং দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা হয় এ পি ডি আর সে কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত মৃত্যুর বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছে। সোস্যাল মিডিয়ার এমন একটি ভিডিও সামনে এসেছে যেখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে একদল পুলিশ দার্জিলিং-এর রাস্তা অল্প আগুন লেগেছে এমন একটি গাড়ি থেকে সেই আগুনে মশাল ধরিয়ে অন্য গাড়িতে আগুন লাগাচ্ছে। ভিডিওটির সত্যাসত্য বিচার্য হওয়া উচিত বলে এ পি ডি আর মনে করে। বিষমদ কাণ্ডে যে সরকার দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেয় সেই সরকার কেন পাহাড়ের মৃত্যুগুলিতে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে এখনও চুপ? ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি নীতিগত হওয়ার বদলে 'মর্জিমাফিক' হচ্ছে তা এখানে যথেষ্ট স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন। মর্জির শাসনে গণতন্ত্রেরই মৃত্যু হয়।

9. পাহাড়ে রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন ও এ পি ডি আর

১৯৮৬-'৮৮ সালের গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনে আনুমানিক ১২০০ (সম্ভবত আরও বেশি) মানুষের প্রাণ গিয়েছিল প্রধানত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কারণে। ২৭ জুলাই, ১৯৮৬ কালিম্পং-হত্যাকাণ্ড 'জালিনওয়ালাবাগ' হিসেবে আখ্যাত হয়েছিল। এই সময়ে পাহাড়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বড়ো আকারের ঘটনাগুলির তথ্যানুসন্ধান করেছে এ পি ডি আর। তাতেও আন্দোলন দমেনি; আলোচনার মাধ্যমে ত্রি-পাক্ষিক চুক্তির (২২ আগষ্ট, ১৯৮৮) মধ্যে তার সাময়িক নিষ্পত্তি হয়েছিল।

এরপর ২০০৭ সালে এ পি ডি আর-এর শিলিগুড়ি শাখা এবং ২০১৩ সালে কেন্দ্রের কয়েকজন পাহাড়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস কবলিত এলাকায় তথ্যানুসন্ধান করেছে।

২০১৩ সালে কলকাতায় গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন দমনের অপকৌশল নিয়েও এ পি ডি আর প্রতিবাদ সভা করেছে ও প্রেস বিবৃতি দিয়েছে। বর্তমান আন্দোলনকালেও (২১ জুন, ২০১৭) পাহাড়ে রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন, ৩ জনের মৃত্যু ও সরকারি দলের কিছু কিছু নেতার গোর্খা-বাঙ্গালী বিরোধ তৈরির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে (ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মোড়ে) পথসভা করেছে এ পি ডি আর।

২০১৩-র (সেপ্টেম্বর মাসে দেওয়া) বিবৃতিতে এ পি ডি আর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের যে চেহারা তুলে ধরেছিল তা সংক্ষেপে এইরকম:

ক) ১৭ কোম্পানী আধা-সেনার তাণ্ডব
খ) পুরানো মামলায় ৯০০ আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার
গ) ৮ জন নির্বাচিত জি টি এ সদস্যকে গ্রেপ্তার
ঘ) অস্ত্রের সন্ধানে বাড়ি-বাড়ি তল্লাশি
ঙ) অস্ত্র হাতে সি আর পি এফ জওয়ানদের সর্বত্র দাপাদাপি

নতুন রাজ্য তেলেঙ্গানা গঠন ও গোর্খাল্যান্ড দাবির প্রক্ষাপটে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি এ পি ডি আর-এর দাবি ছিলঃ সরকার নতুন রাজ্য গঠনের ব্যাপারে স্পষ্ট নীতি ঘোষণা করুক; এবং কোনো নীতি না থাকলে ওই সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলি মিলে তা স্থির করুক। তাছাড়া, আরও যে দাবিগুলি করা হয়েছিল সেগুলি ছিলঃ
আলোচনার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরির জন্য অবিলম্বে আধা-সেনা প্রত্যাহার করা হোক, ধৃত সব আন্দোলনকারীকে নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়া হোক এবং স্থানীয় কেবল চ্যানেলগুলির উপর চাপানো নিষেধাজ্ঞা ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হোক।

এবারের তথ্যানুসন্ধানের আগে পাহাড়ের যোগাযোগ ও সংবাদপত্রের খবরের উপর ভিত্তি করে এ পি ডি আর দুটি প্রেস-বিবৃতির মাধ্যমে ইতিমধ্যেই দাবি করছেঃ ১। গুলি চালনার বিচার-বিভাগীয় তদন্ত ২। দোষী পুলিশের শাস্তি ৩। নিহতদের পরিবারগুলিকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ৪। অবিলম্বে সেনা ও আধা-সেনা প্রত্যাহার ৫। ইন্টারনেট চালু করা ৬। খাদ্য ও ওষুধের অবাধ যোগান নিশ্চিত করা এবং ৭। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার মীমাংসা।

10. বর্তমান তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্য

১২ জুন থেকে চলতি বন্ধের জেরে পাহাড়ের ছবিটা হয়েছে এইরকমঃ একদিকে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু, গ্রেপ্তার, সাজানো মামলায় বাড়ি-বাড়ি তল্লাশি, অন্যদিকে বন্‌ধ-মিছিল-মিটিং-অনশন ও উত্তেজনার আগুন। কিছু মেডিকেল শপ ছাড়া সব বন্ধ; খাবার ও রেশন নেই, গ্যাস নেই, জীবনদায়ী ওষুধ বাড়ন্ত, ইন্টারনেট-কেবল বন্ধ, ৮৭টি চা-বাগান, ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প, বার্ধক্য ভাতা, পরিবার ভাতা ও বিধবা ভাতা ইত্যাদি বন্ধ; সরকারি কর্মচারীদের বেতন অনিশ্চিত ও বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বন্ধ করা হয়েছে (প্রত্যক্ষ অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে)। যানবাহন আক্রান্ত ও অনিশ্চিত, শিক্ষাব্যবস্থা বন্ধের আওতার বাইরে থাকলেও ভেঙে পড়েছে, সরকারি অফিসগুলি কর্মহীন কিন্তু সশস্ত্র পুলিশ ও আধা-সেনা পরিবৃত্ত। তারা বলপূর্বক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ভবন (যেমন ‘মাড়োয়ারি-ভবন’) দখল করে রেখেছে; রাস্তায় এখানে-সেখানে পড়ে রয়েছে পোড়া গাড়ি। এক কথায় আতঙ্ক ও উদ্বেগের মধ্যে হিমালয়ের এই অংশটি স্বস্তি ও শান্তির প্রহর গুনছে ভিতরে আলাদা রাজ্যের দাবির প্রতি অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও আশঙ্কা নিয়ে। তিনজন বুদ্ধিজীবী গোর্খাল্যান্ড দাবির সমর্থন করে খেতাব ফিরিয়ে দিয়েছেন; সিকিমের (৬৩% গোর্খার বসবাস যেখানে) সমর্থন রয়েছে এই কারণে যে বর্তমান আন্দোলনের ফলে তাদের ৬০,০০০ কোটি টাকার বেশি ক্ষতি সইতে হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের গোর্খা (বিশেষভাবে আসামের) বাসিন্দারা দাবিটি সমর্থন করেছেন। এন এইচ পি সি-র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি শুনশান, উৎপাদন বন্ধ। সেইসঙ্গে রয়েছে এমন খবরঃ উদ্দেশ্যমূলকভাবেই জেলা-সদর দপ্তর থেকে এমন গান বাজানো হচ্ছে যা বহু আন্দোলনকারীদের বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা বাড়াচ্ছে। কলকাতায় সিকিমের ৫টি আউটলেট (গোর্খা-রেস্টুরেন্ট) জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ট্রেন থেকে নামার পর গোর্খা যাত্রীরা নিগৃহীত হয়েছেন; শিলিগুড়িতে একটি সাম্প্রদায়িক শক্তি গোর্খাল্যান্ড দাবির বিরোধিতা করে বড়ো মিছিল করেছে (অনেকগুলি প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে)। উত্তেজক লিফলেট (তথ্যানুসন্ধানীদের সংগ্রহে আছে) ছড়ানো হয়েছে। স্পেশাল অডিট মুখ থুবড়ে পড়েছে, (পুলিশের গুলি-চালনার যে মৃত্যু হয়নি তার প্রমাণ জোগারের জন্য) নির্দেশিত সি আই ডি তদন্ত শিকেয়। একজন স্থানীয় মন্ত্রীর প্ররোচনায় পাহারের গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে এবং ড্রাইভাদের মারধর করে খাদ্য-সামগ্রী কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রর ৩৫৬ ধারা জারির প্রসঙ্গও বাদ যাচ্ছে না। জি টি এ-র পরিচালনায় দুর্নীতির বিষয়েও চাপা আলোচনা আছে। গোর্খা নেতৃত্বের প্রতি অবমানকর মন্তব্যগুলি পাহাড়কে তাতিয়ে রেখেছে। আরো বহু বিষয়ের জটিলতা নিয়ে পাহাড় এখন থমকে। অনিশ্চয়তাই ঘিরে আছে তাকে। এই সময়ে পাহাড়ের আন্দোলনের চরিত্র একেবারে গণচরিত্র লাভ করেছে এবং একটি বিশেষ দলীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতেও তা নেই।

এমন পরিস্থিতিতে যে উদ্দেশ্যে বর্তমান তথ্যানুসন্ধান করা হয়েছে তা ছিলঃ

১। নিহত পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনা সম্পর্কে জানা।
২। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আক্রান্ত পরিবারগুলির, স্থানীয় প্রশাসনের ও আন্দোলনকারীদের মত ও অনুভূতি জানা ও তথ্য সংগ্রহ করা।
৩। বর্তমান পর্যায়ে পাহাড়বাসীর চাহিদা ও অংশগ্রহণের ধরন কীরকম তা দেখা।
৪। আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে হঠাৎ পাহাড়-পরিস্থিতি কেন উত্তপ্ত হল তার কারণগুলি জানতে চেষ্টা করা।
৫। দীর্ঘ বন্ধের ফলাফল নিয়ে চা-বাগান শ্রমিক ও নেতৃত্বের মতামত জানা।
৬। আন্দোলনের ভবিষ্যত নিয়ে বিভিন্ন আন্দোলনকারী নেতারা কী ভাবছেন তা জানতে চেষ্টা করা।
৭। পাহাড়ের অধিকার আন্দোলন বর্তমান পরিস্থিতিতে কী পর্যায়ে রয়েছে এবং কী চান তারা তা জানতে চাওয়া।

11. তথ্যানুসন্ধান

এ পি ডি আর-এর তথ্যানুসন্ধানের ৯-জনের দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন GMCC-র Human Rights Cell-এর সদস্যরা। তথ্যানুসন্ধানকারী দলটি পাহাড়ের সর্বস্তরের মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছে যার দরুন অল্প সময়ের মধ্যেও তথ্যানুসন্ধানের অনেক দুরুহ কাজ সহজে সম্পন্ন হয়েছে। এ পি ডি আর এজন্য সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। তথ্যানুসন্ধানকারী দলের সদস্যরা দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে একটি দল দার্জিলিং ও কালিম্পং-এ এবং অন্য দলটি বিজনবাড়িতে দু'-দিন তথ্যানুসন্ধান করেছে। দার্জিলিং ও কালিম্পং-এর জেলাশাসকদের কাছে দু'টি ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। তথ্যানুসন্ধানের আগের দিন শিলিগুড়িতে সমিতির অফিসে সাংবাদিকরা এলে তাদের তথ্যানুসন্ধানের পরিকল্পনা জানানো হয় (ডেপুটেশন কপি)। তথ্যানুসন্ধানের ভিডিও রেকর্ডিং করা হয়েছে (কিছুটা বিক্ষিপ্তভাবে হলেও)।

12. আক্রান্ত পরিবারগুলি ও পড়শিদের কথা

১) টাসি ভুটিয়ার (সোনাদায়)পরিবারের সঙ্গে কথা হয়েছে। তারা জানিয়েছেন বড়ো ভাইয়ের জন্য ৭ জুলাই রাত ১১টার সময় নিউ গণেশ মেডিক্যাল স্টোর্স থেকে ওষুধ কিনতে গেলে সি আর পি এফ জওয়ানরা টাসির মুখের দিকে তাক করে গুলি ছোঁড়ে, ফলে তার মৃত্যু হয়। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তারা পাননি। তাদের অভিযোগের FIR-ও নিতে অস্বীকার করে পুলিশ।

২) সোনাদার প্রাক্তন জি টি এ কাউন্সিলর মহেন্দ্র প্রধানের বিরুদ্ধে বহু মামলা পুলিশ করেছে নানা আইনের নানা ধারায়ঃ ১২০বি, ৩২৬, ৩৩২, ৩৩৩, ১৮৬, ৩৫৩, ৩০৭(আই পি সি), ৩ ও ৪ (পি ডি পি পি), ৮, ৯, ১৫এ ও ১৫বি (এম পি ও)। তাঁর অভিযোগ স্বয়ং এস পি বাড়িতে এস হুমকি দিয়ে গেছেন, ধরা (তিনি) না দিলে বাড়ি (তাঁর) জ্বালিয়ে দেবেন। উপস্থিত বহুজনই পুলিসের গুলি চালনা ও তদ্দজনিত কারণে তাসি ভুটিয়ার হত্যার নিন্দা করেছেন।

৩) নিম্ন টুং ও মধ্য প্যানডম বস্তির বাসিন্দা (দার্জিলিং-এর ম্যাল থেকে শ'পাঁচেক ফুট নীচে) মণিকা থামির থেকে জানা যায় তাঁর স্ত্রী ও তাঁর সঙ্গে তাঁর তিন বছরের বাচ্চাকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে দার্জিলিং-চৌরাস্তা থেকে কিন্তু গেপ্তারের কারণ জানানো হয়নি। এখন তাঁদের শিলিগুড়ি জেলে রাখা হয়েছে এবং তাঁর কোনো আইনজীবীও নেই। এখানে আরও বহু মহিলা ও পুরুষ পুলিশি হয়রানি, দুর্ব্যবহার ও কীভাবে শান্তিপূর্ণ মিছিল বা সমাবেশকে বাধা দিয়ে হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছে সেসব বিবরণ দেন। তাদের বক্তব্য ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। পোস্টমর্টেম পদ্ধতির বর্তমান গাইডলাইন নিয়ে তাঁরা বলেন, তাঁরা সেসব কিছু জানেন না কিন্তু এটা জানান যে, পোস্টমর্টেমের উপযুক্ত প্রশিক্ষিত ডাক্তার হাসপাতালে ছিল না বলেই শুনেছেন।

৪) এরপর ৮ জুলাই চকবাজারে গোলঘরে নিহত অতি-দরিদ্র সুরজ ভূষলের বাড়িতে গেলে জানা যায় যে টাসি ভুটিয়ার মৃতদেহ নিয়ে মিছিলে থাকার সময়ে পুলিশের গুলিতে সুরজ মারা যান। তাঁর স্ত্রী মানসিক ভারসাম্যহীন এবং তিনি দুই শিশু সন্তানের পিতা ছিলেন। পড়শিরা এখন তাঁর পরিবারের ভরণপোষণ ইত্যাদির দায়িত্ব নিয়েছেন। এভাবেই চলছে।

৫) সিংঘামারির রোপওয়ের অদূরে মৃত সমীর গুরুং-এর বাড়ি থেকে ডাক এলে সেখানে গিয়ে জানা যায়, ৮ জুলাই পুলিশের গুলিতে সিংঘামারিতে তিনি নিহত হন; তিনি হোটেল-কর্মী ছিলেন এবং আহত হবার পর তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে তুললে এস পি অ্যাম্বুলেন্স-ড্রাইভারকে বেধড়ক মারতে শুরু করেন এবং অ্যাম্বুলেন্স আটকে রাখেন। এতেই সমীরের মৃত্যু হয়। পুলিশ তাঁর পরিবারের FIR নিতে অস্বীকার করেছে; পোস্টমর্টেম রিপোর্টও পরিবার পায়নি।

৬) লোয়েইস জুবিলি কমপ্লেক্স-এ নিহত অশোক তামাং-এর পরিবার জানান ৮ জুলাই গোয়েঙ্কা পেট্রল পাম্পের কাছে অশোক পুলিশের গুলিতে আহত হন এবং ১১ জুলাই সিকিম হাসপাতালে মারা যান।

৭) গুলিতে নিহত বিমল শংকর, মহেশ গুরুং ও সুনীল রাই-এর পরিবারের সকলেরই অভিযোগ যে তাদের পরিবারের ছেলেদের পুলিশের গুলিতেই মৃত্যু হয়েছে; কারোরই পরিবারের FIR বা অভিযোগ পুলিশ নেয়নি। তাদের সকলেরই দাবিঃ 'মিঠাই নেহি চাহিয়ে, গোর্খাল্যান্ড চাহিয়ে'।

13. নিহতদের পরিবার থেকে পাওয়া তথ্যাদি

পুলিশের গুলিতেই তাদের পরিবারের লোক মারা গিয়েছেন দৃঢ়ভাবে এই কথাই তারা জানিয়েছেন। পুলিশ তাদের অভিযোগ (FIR) নিতে চায়নি; শুধু GD ENTRY করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধেই কেস ফাইল করেছে এবং ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। দার্জিলিং SP-র বিরুদ্ধে সোনাদার একজন প্রাক্তন পৌর প্রতিনিধি অভিযোগ করেছেন যে SP স্বয়ং বাড়িতে এসে হুমকি দিয়েছেন তিনি ধরা না দিলে তার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবেন। নিহত পরিবার ও উপস্থিত বহু পড়শি ওই SP-র বিরুদ্ধে এই মারাত্মক অভিযোগ করেছেন যে পুলিশের গুলিতে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে যেতে গেলে SP অ্যাম্বুল্যান্স চালককে মারধর করে গাড়িটি দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখেন যাতে আহতের বাঁচার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়। কয়েকটি GD কপি তথ্যানুসন্ধানীদের তারা দেন। পুলিশের গুলিতে কেউ মরেন এমন দাবীর প্রসঙ্গে কিছু মানুষ জানিয়েছেন তাদের কাছে পুলিশের গুলি ছোঁড়ার ভিডিয়ো রয়েছে। ইন্টারনেট না থাকায় তারা আপলোড করতে পারেননি। ১৭ জুন, ২০১৭ সদর থানার IC (সৌমজিৎ রায়) নিজ-অভিযোগের ভিত্তিতে বিমল গুরুং ও

আশা গুরুংসহ ২৩ জনের নাম ও নামহীন ৫০০০-৬০০০ জনের বিরুদ্ধে যে FIR করেছেন তাতে পুলিশের গুলি চালনায় মৃত্যুর অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না বলেই আমাদের ধারণা (COMPLAIN ও FIR COPY সঙ্গে)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুলির নিশানা শরীরের উপরের অংশে যা হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি চালনার ধারণাকেই শক্ত করে। তথ্যানুসন্ধানের সময় পর্যন্ত ৯ জন নিহতের মধ্যে ৮ জনের (নাম সংযুক্ত রয়েছে) পরিবারের অভিযোগ তারা ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকার কারণে পোস্টমর্টেম রিপোর্টের জন্য প্রয়োজনীয় আবেদন জমা করতে পারেনি (মিরিকের নিহত ব্যক্তির পরিবারের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে নিহতদের প্রত্যেকটি পরিবার অত্যন্ত দরিদ্র এবং ১ জনের আত্মীয় আধা-সামরিক বাহিনীতে কর্মরত; পরিবারটির ক্রন্দনরত আক্ষেপ তারা রাষ্ট্র-বিরোধী নন তবু তাদের ঘরের ছেলেকে পুলিশ হত্যা করল)।

পোস্টমর্টেম-এর ব্যাপারে আরও যে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে তা হল দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে যেখানে নিহতদের পোস্টমর্টেম করা হয়েছে সেখানে প্রশিক্ষিত ডাক্তার নেই; পোস্টমর্টেমের সময় তার ভিডিওগ্রাফি হয়েছে কিনা তাও তারা জানেন না। (একজন নিহত যুবকের ছবি দেওয়া হল)

রাস্তার কয়েকটি স্থানে পোড়া গাড়িগুলি তথ্যানুসন্ধানের দিন পর্যন্ত সরানো হয়নি। সকলেরই অভিযোগ তাদের প্রতিবাদ মিছিল বা সমাবেশ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ছিল; কিন্তু, পুলিশ সেগুলিকে অশান্তির আশঙ্কা করে বাধা দিয়েছে ও প্রথমে আক্রমণ করেছে। কিছু ক্ষেত্রে পুলিশই আগুন লাগিয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণহীন সন্ত্রস্ত জনতা তা করেছে। মানুষ যতটা সত্যি বলছে, তুলনায় অনেক কম বলছে ঘটনা সাজানোতে দক্ষ পুলিশ। পুলিশ একটিমাত্র বক্তব্যই (জনতার হিংস্র আচরণ) বার বার বলে অসত্য বা অর্ধ-সত্যকে ‘চরম-সত্য’ বানানোর প্রচার করছে। এ ব্যাপারে পুলিশের তৎপরতা এতোটাই বেশি যে পাহাড়ের একজন ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে ৭১টি মামলা দায়ের করতে হচ্ছে যা পুলিশের Standard Operating Procedure (SOP)-কেই হাস্যকর ব্যবস্থায় পরিণত করেছে। দার্জিলিং পুলিশের এক উচ্চ-পদস্থ আধিকারিক বিচারককে তার কাজের জন্য ধমকেছেন বলেও মুখেমুখে প্রচারিত যার সত্যমিথ্যা যাচাই করার সম্ভব হয়নি। বিজনবাড়িতে থানা ইত্যাদিতে তালা দেওয়া অবস্থায় দেখা গেছে।

নিহতদের পরিবার ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে আপত্তি না জানালেও বিজনবাড়ির নিহতের মা বলেছেনঃ গোর্খাল্যান্ড দিয়ে ক্ষতিপূরণ চাই।

কেউই সঠিকভাবে জানাতে পারেননি ঠিক কতজনকে এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সংখ্যাটা ৪৩ থেকে ৪৭-র মধ্যে বা ৫০-ও হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। তবে, যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের কয়েকটি পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন কোন জেলে রাখা হয়েছে তা তারা জানতে পারছেন না; অনেক ক্ষেত্রে সমতলের কোর্টে হাজিরা করানো হচ্ছে এবং তারা সেখানে যেতে পারছেন না।

এককথায় পাহাড় অশান্ত রাখার দায় বহুলাংশে পুলিশের উপর বর্তায় অবাধ ক্ষমতার অমানবিক ব্যবহারের কারণে। আরও উল্লখযোগ্য একটি বিষয় হল হঠাৎ হঠাৎ আধিকারিক বদলি করে পুলিশকে এমন রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া যাতে এমনটাই তাদের মনে হয় যেন যে যত বেশি বলপ্রয়োগে সিদ্ধহস্ত সে ‘নবান্নে’ তত বেশি প্রিয় হবে।

14. ইনটারনেট-কেবল টিভি-নেপালী সংবাদমাধ্যম বন্ধ থাকার অসুবিধা

এই বিষয়ে ছাত্র-যুবকদের মধ্যে থেকে প্রবল ক্ষোভ ব্যক্ত হয়েছে। দার্জিলিং জেলা হাসপাতাল থেকে জানানো হয়েছে ইনটারনেট বন্ধ থাকার কারণে তারা প্রয়োজনীয় ঔষধের রিকুউজিশন দিতে পারছেন না। তবে রোগী অতি কম থাকায় অসুবিধা ম্যানেজ হচ্ছে। কালিম্পং-এর SDO (২০ জুলাই) বলেছিলেন ২৫ জুলাই ইনটারনেট নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হবার কথা।

জানা গিয়েছে যে তা করা হয়নি। একইভাবে বন্ধ কেবল-টিভি। সরকারের নিশ্চয়ই কৈফিয়ৎ আছে; যেটার অভাব ঘটছে তা হলো গণতন্ত্র ও অধিকার রক্ষা করার প্রশাসনিক দায় ও দায়িত্ব। কোন রকম বিরোধিতার মুখে পড়লেই গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নানা ক্ষেত্রগুলিকেই প্রথম আক্রমণ করছে সরকার যেন সন্ত্রাস সৃষ্টিই তার লক্ষ্য।

15. শান্তিপূর্ণ আন্দোলন প্রসঙ্গ

শান্তিপূর্ণ পথে আন্দোলন সংবিধান স্বীকৃত প্রতিবাদের পথ এবং গোর্খা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের তরফে বারবার তথ্যানসন্ধানী দলকে এটা জানানো হয়েছে যে তারা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমেই তাদের দাবি আদায় করতে চান। প্রশ্ন হলো করো পক্ষেই কি আজ তা সম্ভব? কেননা, করপোরেট পরিচালিত বিশ্বায়নের নীতিতে চলতে গিয়ে গণতন্ত্রকে উপর থেকে নীচু পর্যন্ত যেভাবে সংকুচিত করা হয়েছে, যেভাবে পুলিশকে রাজনৈতিক শাসকেরা আন্দোলন দমনে ‘হাত’ খুলতে দিচ্ছেন এবং যেভাবে পুলিশ তার বহু দিনের রপ্ত করা কৌশলে মিটিং-মিছিলে ঠ্যাঙ্গারে বাহিনী ঢুকিয়ে, উস্কানীমূলক আচরণ করে, লাঠি-পেটা ও ক্ষেত্রবিশেষে গুলি চালিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে হিংসাশ্রয়ী চেহারা দিচ্ছে, যেভাবে প্রায় সমস্ত

ক্ষেত্রে সরকার পুলিশের সাজানো কথাকেই সত্য বলে ধরছে এবং যেভাবে ফৌজদারী ব্যবস্থাকে রাজনীতির প্রভাবে এনে ফেলেছে এবং মিডিয়ার উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিষেধাজ্ঞা জারি রেখেছে, তাতে কোন আন্দোলনই হাজার শান্তিপূর্ণ রাখার চেষ্টা করলেও বাস্তবে তার তকমা জুটবে 'হিংসাশ্রয়ী', 'রাষ্ট্র ও উন্নয়ন বিরোধী'। ঘোষিতভাবে হিংসাশ্রয়ী আন্দোলন দমন করতে গিয়ে মন্ত্রীরা শান্তিপূর্ণ পথে ফিরে আসার কথা বলছে; আবার, অন্যদিকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলকে 'হিংসাশ্রয়ী' আখ্যা দিতে ও তা জনমানসে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য (ইউএপিএ, এনএসএ, এমপিও, পিডিপিপি আইনের সাথে আইপিসির জামিন অযোগ্য ধারায়) মিথ্যা মামলা দিচ্ছে আন্দোলনকারীদের উপর। সব আন্দোলনই এই জাঁতাকলে আজ আটকে। এসব 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড' চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে গিয়েও দোষ চাপানো হচ্ছে মানবাধিকার কর্মীদের উপর। তারাও 'দেশদ্রোহী' তকমা পাচ্ছেন।

এ পথে আন্দোলন জারি থাকলে সরকারের ভোট হারানোর ভয় থাকে কারণ ন্যায্য দাবি না মানতে চাইলে সরকারী দলের গণভিত্তিতে ধ্বস নামতে পারে। দাবি ন্যায্য হলেও সরকারের পক্ষে তা মানা সম্ভব হয় না কারণ তা প্রভাবশালী করপোরেট শক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে আন্দোলন তাদের ক্ষমতা খর্ব করতে পারে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে সরকার পুলিশ ব্যবহার করে যে কোন আন্দোলনকে নিজ কৌশলে হিংসাশ্রয়ী প্রমাণ করতে বদ্ধ-পরিকর। কারণ, দেশের ফৌজদারী আইনে ইটের টুকরো ও বন্দুকের গুলিতে ফারাক নেই-দুটোই সমান 'ভয়ানক অস্ত্র'!

16. সরকারি খাদ্য-সরবরাহঃ 'খাদ্যের অধিকার' ভূলুন্ঠিত

এই পরিষেবা ইচ্ছাকৃতভাবে ও গণ্ডগোল বাধিয়ে বন্ধ রাখা হয়েছে এমন একটা ধারণা সৃষ্টির জন্য পাহাড়ে সরকারকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছে বন্ধের কারণে যদিও শহরে সরকারি অফিস খোলা। কর্মচারী উপস্থিতি বেলা ৩-৪ টেতে নগণ্য। খাদ্যমন্ত্রীর কথার সঙ্গে অবস্থা মিলছে না ---খাদ্য-সরবরাহের মতো গুরুতর বিষয়ে কার্যকর কোনো চেষ্টাই নেই। রেশন শপ বন্ধ এই অজুহাত সরকারি তরফ থেকে মুখস্ত বুলির মতো বলা হচ্ছে। সরকারি কর্মচারীদের অনুপস্থিতির বিরুদ্ধে যে কঠোর ও অমানবিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তা রেশন-দোকান খোলার ক্ষেত্রে বা আপৎকালীন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে কেন নেওয়া হচ্ছে না তার কোনো উত্তর জেলাশাসকের দপ্তর দিতে পারেননি। দার্জিলিং ও কালিম্পং-এর প্রশাসনকে প্রায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও উদ্যোগহীন করে রেখেছে 'নবান্ন'। ভীত, সন্ত্রস্ত, জনসংযোগহীন ও পাহাড়বাসীর কাছে ধিকৃত একটা প্রশাসন যে কারোরই নজর কাড়বে। শহরের বড়ো রাস্তায় শুধু পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছে যা অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে স্বাভাবিক হতে দিচ্ছে না। বাইরের শক্তি ঢুকছে এমন আশঙ্কার কথা বারবার বলা হলেও পাহাড়বাসীর উপর সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলির বিপুল প্রভাব এবং আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ রাখার চেষ্টা প্রমাণিত। আলোচনার জন্য প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। সরকার তাকে মূলধন না করে পাহাড়ের 'সামরিকীকরণের' উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে বলে সেখানকার অনেক চিন্তাশীল মানুষ মনে করতে শুরু করেছেন।

অন্যান্য প্রসঙ্গ

স্কুল শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক করা সংক্রান্ত মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণাটি স্ফুলিঙ্গের কাজ করেছে মাত্র। সাম্প্রতিক আন্দোলনটি বহুদিন যাবৎ ধীরে ধীরে এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে, সরকার ভাষা সংক্রান্ত মন্তব্য কার্যত প্রত্যাহার করে নিলেও আন্দোলন উঠছে না।

দীর্ঘকাল বন্ধ থাকলে দার্জিলিং চায়ের গুণগত মান অবশ্যই মার খাবে। অথচ বাগানগুলির কর্তৃত্ব ও মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ কোনোটাই পাহাড়বাসীর হাতে নেই। GTA ঘিরে রাজ্য-সরকারের সঙ্গে বিবাদ সুপ্রিম-কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছেছে। GTA একটা মধ্যবর্তী কেন্দ্র-রাজ্য নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা হিসেবে গৃহীত অনুমোদিত। রাজ্য-সরকারকে ঘিরে যে প্রশ্ন (অতি-কেন্দ্রিকতার ঝোঁক) GTA পরিচালনা ঘিরেও সেই প্রশ্ন ঘুরছে পাহাড়ের মানুষের মধ্যে। ১৫টি NTDB গঠন পাহাড়ে বিভেদ ব্যবহার করে ঢোকার অপকৌশল বলে অনেকেরই ব্যক্ত ধারণা। পাহাড়ের প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলগুলিকে গুঁড়িয়ে বি জে পি ও তৃণমূল পাট্টা জমাতে চায় এমন আশঙ্কা প্রবল হয়েছে; এরা সেই কারণে পাহাড়বাসীর বিশ্বাসযোগ্যতাও হারাচ্ছে। কেন্দ্র রাজ্যের ক্ষমতা কাড়তে চাইছে, রাজ্য GTA-এর ক্ষমতা কাড়তে চাইছে, এমন বাস্তবতার মধ্যে পড়ে পাহাড় সমস্যা জটিলতর হয়েছে অনেক বলেছেন এবং আলোচনাই পথ বলে জানিয়েছেন। সংবিধানের ৩নং ধারা মোতাবেক যারা ভাবছেন তারা আলাদা রাজ্যের দাবিতে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেই কথা বলার পক্ষপাতী এবং রাজ্যের সাথে সংঘাত অপ্রয়োজনীয় বলেছেন। অনেকের স্পষ্ট মত নেই, তারাও আলোচনা চান। সংক্ষেপে ২০১৩ সালে এ পি ডি আর পাহাড়ের রাজনৈতিক সমাধান আলোচনার মাধ্যমেই করতে হবে বলে যে দাবি করেছিল তার থেকে অন্য কিছু বলার মতো কোন কারণ এখনও দেখা যাচ্ছে না। সব রকমের অস্পষ্টতা আগের মতোই রয়েছে; শুধু বেড়েছে বর্তমান রাজ্য-সরকারের প্রতি অনীহা ও অসন্তোষ।

17. 'হেরিটেজ' ধ্বংস মানবাধিকার লঙ্ঘন

সারা বিশ্ব জুরেই নানা আন্দোলন, বম্বিং , সশস্ত্র গোষ্ঠির দ্বারা 'হেরিটেজ' ধ্বংস ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে চলছে; এইপ্রকার সাংস্কৃতিক এতিহ্যের ধ্বংসলীলা অতি উদ্বেগজনক ঘটনা এবং আন্তর্জাতিক কনভেনশনগুলি (প্যারিস-১৯৫৪, হেগ-১৯৫৪, গ্রানাদা-১৯৮৫, প্যারিস-১৯৭০, ইউনেসকো-১৯৭২, ভ্যালেট্টা-১৯৯২ এবং ফ্লোরেন্স-২০০০)-র আহ্বানের পরিপন্থী। 'হেরিটেজ' বা এতিহ্যের স্বাক্ষরগুলিকে ব্যক্তি ও বিশেষ জনসমষ্ঠির সঙ্গে সমগ্র মানবজাতির মানবাধিকার হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। পাহারের আন্দোলন ও পুলিশের ব্যর্থতায় এতিহবাহী টয়-ট্রেন স্টেশন, লাইব্রেরী-ভবন ইত্যাদি পুড়েছে যা যে কোন কারণেই হোক তা মানবাধিকার আন্দোলনের কাছে নিন্দনীয় ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গের সরকার হেরিটেজ ধ্বংসে সিদ্ধহস্ত, কলকাতার অনেক কিছুই সরকার ভেঙ্গেছে; 'টাউনহল'-ও ভাঙ্গতে উদ্যত ছিল, বাধা আসায় তা হয়নি। নিজ আইন ('ওয়েস্টবেঙ্গল হেরিটেজ কমিশন এ্যাক্ট- ২০০১) থাকলেও সরকারী ভূমিকায় নাগরিকদের জন্য হেরিটেজ সংরক্ষণের কোন শিক্ষামূলক বা সচেনতা সৃষ্টির চিহ্নমাত্র প্রচেষ্টা নেই; বরং, ভাঙ্গার শিক্ষাটা আছে। ধ্বস-প্রবণ দার্জিলিং-অঞ্চলের পরিবেশ ও ইকো-সিস্টেম সেই সরকারী বদান্যতায় বিপন্ন। সুতরাং, এ অঞ্চলের হেরিটেজগুলিকে বাঁচিয়ে ব্যাপারে সকলের কাছেই সচেতনতা প্রত্যাশিত।

18. শ্বেতপত্র প্রসঙ্গ

তথ্যানুসন্ধানের পর মনে সরকার ঠিক কি দৃষ্টিতে এখন গোর্খাসত্তার আন্দোলনকে দেখছে তা অস্পষ্ট; সরকারের তরফে ঠিক কি চাওয়া হচ্ছে তাও অস্বচ্ছ ও অনুমানের বিষয়। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের তরফে ১৯৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে একটি শ্বেতপত্র 'গোর্খাল্যান্ড এজিটেশনঃ ফ্যাক্টস এন্ড ইস্যুস' প্রকাশ করা হয়েছিল। তার আগের বছর সেপ্টেম্বর মাসেও ঐ সরকার নিজ অবস্থান ব্যাখ্যা করে একটি ডকুমেন্ট প্রকাশ করে। ঐ দুটিতে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের নানা দিক সম্পর্কে নিজের বক্তব্য পেশ করে; তদানীন্তন সরকার সমাধানের যে রাস্তার কথা বলেছিল (৬ষ্ঠ তপলীলের মধ্যে গোর্খাল্যান্ড সমস্যার সমাধান) ২০ বছরের মধ্যে (১৯৮৮-২০১২) তার অকার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের জিটিএ-চুক্তির মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা ৫ বছরেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে যার অন্যতম কারণ সরকারই সেই চুক্তিকে যথেষ্ট মান্যতা দেয়নি; এমন বহু কাজ করেছে যা ঐ চুক্তির পরিপন্থী, যেমন একের পর এক বোর্ড গঠন ইত্যাদি। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন নিয়ে বর্তমান রাজ্য সরকার ঠিক ভাবছে তা জানার অধিকার সমগ্র রাজ্যবাসীর আছে।

তাছাড়া, জিটিএ-চুক্তির মধ্যে অধিকার-ক্ষেত্রে বৈপরীত্য প্রকটভাবেই আছেঃ সরকার বাংলাকে ভাগ হতে দেবে না, কিন্তু গোর্খাল্যান্ড নিয়ে আন্দোলন চলতে পারবে। জিটিএ-র বিরুদ্ধে সরকার দুর্নীতি ও ব্যর্থতার অভিযোগ তুলেছে, আন্দোলনে সরকারী সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির কথা বলছে, আন্দোলনকে 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিতে চাইছে, নেপাল থেকে গোপনে অস্ত্র আমদানীর মতো মারাত্মক অভিযোগ এনেছে (ইত্যাদি); অপরদিকে, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের দাবি ও অভিযোগ রয়েছেঃ যেমন, চুক্তি মতো পুরানো মামলা প্রত্যাহৃত হয়নি, প্রাপ্য ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, সময়মতো প্রাপ্য গ্রান্ট না দিয়ে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বাধা দিয়েছে, পাহারে জিটিএ-র অস্তিত্বকেই কার্যত অস্বীকার করে গিয়েছে, ইত্যাদি। পারস্পরিক এই অভিযোগও প্রতি-অভিযোগ পরিস্থিতিকে ঘোলা করে রেখেছে। সরকারী ভূমিকার সততা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার দায় হিসেবে উল্লখিত সমস্ত বিষয় তথ্যাদি পেশ করতে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা দরকার বলে তথ্যানুসন্ধানী দলের মনে হয়েছে। কোনভাবেই যদি তা না করা হয় তবে এটাই বুঝতে হবে যে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন নিয়ে সরকার দিশাহীনতায় ভুগছে, পুলিশ কর্তারাই কার্যত সরকার পরিচালনা করছেন এবং ক্ষমতা ছাড়া সরকারী তরফে দেখানোর মতো আর কিছু নেই।

19. অন্যান্য কিছু প্রসঙ্গ

স্কুল শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক করা সংক্রান্ত মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণাটি স্ফুলিঙ্গের কাজ করেছে মাত্র। সাম্প্রতিক আন্দোলনটির প্রেক্ষাপট বহুদিন যাবৎই ধীরে ধীরে তৈরী হয়েছে; এজন্য সরকার ভাষা সংক্রান্ত মন্তব্য কার্যত প্রত্যাহার করে নিলেও আন্দোলন উঠছে না।

দীর্ঘকাল বন্ধ থাকলে দার্জিলিং চায়ের গুণগত মান অবশ্যই মার খাবে। অথচ বাগানগুলির কর্তৃত্ব ও মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ কোনটাই পাহারবাসীর হাতে নেই। GTA ঘিরে রাজ্য-সরকারের সঙ্গে বিবাদ সুপ্রিম-কোর্ট পর্যন্ত গৌছছে। GTA একটা মধ্যবর্তী কেন্দ্র-রাজ্য নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা হিসেবে গৃহীত অনুমোদিত।

রাজ্য-সরকারকে ঘিরে যে প্রশ্ন (অতি-কেন্দ্রিকতার ঝোঁক) GTA পরিচালনা ঘিরেও সেই প্রশ্ন ঘুরছে পাহারের মানুষের মধ্যে। ১৫টি NTDB গঠন পাহারে বিভেদ ব্যবহার করে ঢোকার অপকৌশল বলে অনেকেরেই ব্যক্ত ধারণা। পাহারের প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলগুলিকে গুঁড়িয় বিজেপি ও তৃণমূল পাট্টা জমাতে চায় এমন আশংকা প্রবল হয়েছে; এরা সেই কারণে বিশ্বাসযোগ্যতাও হারাচ্ছে পাহারবাসীর। কেন্দ্র রাজ্যের ক্ষমতা কাড়তে চাইছে, রাজ্য GTA-র ক্ষমতা কাড়তে চাইছে, এমন বাস্তবতার মধ্যে পড়ে পাহার সমস্যা জটিলতর হয়েছে অনেক বলেছেন এবং আলোচনাই পথ বলে জানিয়েছন। সংবিধানের ৩নং ধারা মোতাবেক যারা ভাবছেন তারা আলাদা রাজ্যের দাবিতে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেই কথা বলার পক্ষপাতি এবং রাজ্যের সাথে সংঘাত অপ্রয়োজনীয় বলেছেন। অনেকের স্পষ্ট মত নেই, তারাও আলোচনা চান। সংক্ষেপে ২০১৩ সালে এপডিআর পাহারের রাজনৈতিক সমাধান আলোচনার মাধ্যমেই করতে হবে বলে যে দাবি করেছিল তার থেকে অন্য কিছু বলার মতো কোন কারণ এখনো দেখা যাচ্ছে না। সব রকমের অস্পষ্টতা আগের মতোই রয়েছে; শুধু বেড়েছে বর্তমান রাজ্য-সরকারের প্রতি অনীহা ও অসন্তোষ।

20. দার্জিলিং ও কালিমপঙ-এর কথা

পাহাড়ের রাজনৈতিক আন্দোলনকারী নেতৃত্ব, বুদ্ধিজীবী, প্রবীণ নাগরিক ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের মত বুঝতে চেষ্টা করেছে তথ্যানুসন্ধানী দল।

১) সি পি আর নেতা ও প্রাক্তন এম পি আর বি রাই খাদ্য-সংকট, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকার অসুবিধা ইত্যাদি নানা বিষয়ে ক্ষোভের কথা জানান এবং গোর্খাল্যান্ড গঠনের দাবি জানান। পাহাড়ে প্রকট দারিদ্র্য ও পুলিশি জুলুম কীভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে সে কথাও জানান। তিনি দাবি করেন পাহাড়ের আপামর জনসাধারণ আজ আন্দোলনে শামিল।

২) দার্জিলিং পৌরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান জি জে এম নেতা ডি কে প্রধান ও উপস্থিত অন্যান্যরা পাহাড়কে অশান্ত করার জন্য বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকেই দায়ী করেছেন। বাংলা ভাষা চাপানোসহ অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ করার সঙ্গে তিনি পুলিশ ও আধা-সেনা কর্তৃক বলপূর্বক স্কুল-কলেজ দখলের মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার কথা বলেন এবং অবিলম্বে সেগুলি ছেড়ে দেবার দাবি জানান। সরকারের আচরণ ও সরকারি সন্ত্রাসের কারণেই বন্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছে বলে তিনি জানান।

৩) কালিম্পং-এ সরোজ কুমার ট্যাংলোয়া (প্রাক্তন জেলা জজ), আইনজীবী অরুণ প্রধান, সমীর আলী ও বি দাস সরকার-সৃষ্ট খাদ্যাভাব, বন্ধ ইনটারনেট পরিষেবা ইত্যাদি প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

৪) কালিম্পং-এ সি পি আর এম নেতৃত্ব, জন আন্দোলন পার্টির নেতা হরকা বাহাদুর ছেত্রী, পৌরসভার চেয়ারম্যান আর বি ভূজেল, জে জি এম নেত্রী তারা লোহার, বিজয় সুন্দাসরাও একই দাবি জানান। বিশেষভাবে তারা হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ইনটারনেট বন্ধ থাকার কারণে যে ভীষণ অসুবিধায় পড়েছেন সে ব্যাপারে বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

৫) এখানে (কালিম্পং-এ) ভারতীয় পরিষদের একটি বড়ো দলের সঙ্গে তথ্যানুসন্ধানকারীদের কথা হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন নারায়ণ প্রধান, ড. সরোজা রাই (কার্শিয়াং কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ), আইনজীবী দীনেশ পোরেল, অনেক প্রাক্তন সেনা-বি এস এফ-গোয়েন্দা অফিসারগণ। তারা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বিক্ষোভকারীদের মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালনার চরম নিন্দা করেন। পাহাড়ের বর্তমান অবস্থার জন্য তারা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার দেন। মুখ্যমন্ত্রীর প্রকাশ্য আচরণ নিয়েও বিশেষ ক্ষোভের কথা জানান। পাহাড়ের মানুষের মধ্যে ভাষা নিয়ে সংবেদনশীলতা কত গভীর সে কথাও জানান। একটি লিখিত বক্তব্য তারা দেন (সঙ্গে দেওয়া হল) ।

21. বিজনবাড়ির কথা

দার্জিলিং-এর পশ্চিমে বিজনবাড়ি সিকিমের নিকটবর্তী। এখানে নেপালিভাষীদের পাশাপাশি বহু পশ্চিম ভারতীয়ের বাস। পুলবাজারে কথা হয় 'বিজনবাড়ি কলা সংঘম'-এর কর্মীদের সাথে। তারা কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন এবং সামাজিক কাজ করেন বলে জানান। সংগঠনটির সম্পাদক এল এম থাপা জিজেএম-র নেতৃস্থানীয় কর্মী। আলোচনার সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন জয়কুমার রাই, রাজেন্দ্র প্রধান, প্রেমনাথ সুব্বা, গোবিন প্রধান এবং হিমালয় দর্পন সংবাদপত্রের সাংবাদিক দীপক রাই।

তথ্যানুসন্ধানীদের প্রশ্নের উত্তরে তারা বলেন যে গোর্খা জনজাতির জাতিসত্তাগত প্রশ্নটি দীর্ঘদিনের ও গোর্খাসত্তার প্রতি বঞ্চনার অভিযোগও অনেকদিনের। মুখ্যমন্ত্রীর বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক করার ঘোষণাটি এই আত্মাভিমানে ঘৃতাহুতি

দিয়েছে। এল এম থাপা আরো অভিযোগ করেন, জিটিএ ঘোষণা হলেও আদতে জিটিএ-র হাতে পুরো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। খাদ্য সরবরাহ বা আদিবাসী জনকল্যানের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলো রাজ্য সরকারই পরিচালনা করছে, যেটা হওয়ার কথা ছিলনা। গুলিচালনায় মৃত্যুর ঘটনাগুলিতে কলা সংঘমের সদস্যরা সর্বদলীয় বা বিচারবিভাগীয় অনুসন্ধান দাবি করেন।

তথ্যানুসন্ধানী দলের সঙ্গে কথা বলেন এই অঞ্চলের বিশিষ্ট শিক্ষক এবং 'সাহিত্য একদেমি' পুরস্কার প্রাপ্ত মনপ্রসাদ রাই। তিনিও উপরোক্ত অভিযোগগুলি করেন এবং একইসঙ্গে ভানুভক্তের জন্মদিন পালন অনুষ্ঠানের মতো কর্মসূচীতেও গোর্খাদের ব্রাত্য করে সমতলের বাঙালী রাজনৈতিক নেতাদের প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগ করেন। মূলত তাঁর ইঙ্গিত ছিল মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি। মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসংযমী বক্তব্য গোর্খা আত্মাভিমানে আঘাত করেছে বলে তাঁর অভিযোগ।তিনি জানান তিনি জিজেএম সদস্য নন, কিন্তু বিমল গুরুং বা অন্য গোর্খা নেতাদের অশিষ্ট ভাষায় আক্রমণ করাটা তিনি কোনভাবেই সমর্থন করেন না।

তথ্যানুসন্ধানী দল পুলবাজার থানাটিকে সম্পূর্ণ বন্ধ অবস্থায় পায়; ফলে, পুলিশের বক্তব্য শোনার সুযোগই হয়নি। শহরের প্রত্যকটি বিপণী বন্ধ ছিল। এখানে সকালে বিকেলে মিছিল হয়েছে গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে।

১৭ই জুন সিংমারির গুলিচালনায় নিহত হয়েছিলেন বিমল শা শংকর (৩২)। বিজনবাড়ির পুলবাজার থেকে গাড়িতে প্রায় এক ঘন্টার রাস্তা অতিক্রম করে পাহাড়ী ছোট গ্রাম 'কামজোর' পৌছে তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা হয় তথ্যানুসন্ধানী দলের। মোবাইলে তোলা শবদেহের ছবিতে দেখা যায় গুলি লেগেছে গলায় ও বাঁ কাঁধে। গরীব কৃষক বিমলের সদ্য বিধবা স্ত্রী অঞ্জনা তথাপি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে জানান যে এখনও তাঁর প্রথম চাওয়া 'গোর্খাল্যান্ডে'। বিমলের হত্যার ক্ষতিপূরণ বা ন্যায়বিচারের প্রশ্নটি আসছে পরে। বিমলের ভাইপো রবিন একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। সে খাদ্যের অভাবের কথা জানায়। পরিবারটিতে পুলিশী নিপীড়ন নিয়ে তীব্র ক্ষোভ লক্ষ্য করা গিয়েছে। পোস্ট-মর্টেম হয়েছে কিনা, পুলিশ গুলিচালনা নিয়ে কোন মামলা শুরু করেছে কিনা, সে সব সম্পর্কে পরিবারটি অন্ধকারে। তবে, পরিবারের পক্ষ থেকে বিজনবাড়ি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

বিজনবাড়ির আরেক নিহত ব্যক্তি হলেন সুনীল রাই যার বাড়ি 'কাইজল' গ্রামে - বিজনবাড়ি থেকে গাড়িতে ৪০ মিনিটের পথ। সুনীল রাই-এর স্ত্রী বন্দনা রাই (লিম্বু), মা ভারতী রাই এবং বোন রীণা রাই তথ্যানুসন্ধানী দলের সঙ্গে কথা বলেন। পরিবারটির হত-দরিদ্র অবস্থা। তাঁরা বলেন সনীল ছিলেন কাঠমিস্ত্রি এবং পরিবারটির একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি। ক্রন্দনরত পরিবারটি জানতে চাইছিলেন তাঁদের দশা কি হবে? তাঁরা জানালেন সুনীল কোন গোলমালেই কখনো থাকতেন না। সবার সঙ্গে তিনিও সিংমারিতে গিয়েছিলেন। পুলিশ তাঁকেই গুলি করে। তাঁর পরিবারের দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি কখনই কোন অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন না। ছবিতে দেখা যায় সুনীলের গলায় ও মুখে গুলির ক্ষতচিহ্ন। গুলি চালনায় মৃত্যুর ঘটনাতে কী করণীয় পরিবারের কেউই তা জানেন না। কেউ তাঁদের কিছু বলেনি। অন্য একটি মানবাধিকার সংগঠন ক'দিন আগে পরিবারটির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল বলে জানা যায়। কোন প্রকার অগগ্রতি হয়েছে কিনা পরিবারটির তা জানা নেই।

অবিরাম প্রবল বৃষ্টির কারণে এক দুর্গম গ্রামের বাসিন্দা বিজনবাড়ির আরেকজন নিহত ব্যক্তি মহেশ গুরুং-র পরিবারের কাছে তথ্যানুসন্ধানের জন্য পৌছানো সম্ভব হয়নি ।

পাহারের দু'জন ছাত্র তথ্যানুসন্ধানী দলের সঙ্গে কথা বলতে আসেন; তারা এখন পাহারের বাইরে পাঠরত। গোর্খাল্যান্ড যে পাহারের মানুষের সব সমস্যা মেটাবে না তা তারা স্পষ্টতই বলেন। কিন্তু, তারা মনে করেন গোর্খাল্যান্ডের দাবি অত্যন্ত যৌক্তিক ও ন্যায্য কারণ গোর্খাল্যান্ড হলে মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলির প্রতি নজর দেওয়া সম্ভব হবে। পাহারের গোর্খা জনজাতির প্রতি সমতলের বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলির আধিপত্যকামী মানসিকতার উল্লেখ করেন তারা।

বিজনবাড়িতে অরাজনৈতিক সমাজসেবী প্রবীণ খেমরাজ সুব্বা বলেন, আমরা প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই এতোকাল বেঁচে আছি; সেই পুরানো অভ্যাসেই এই সময়কালটুকু পার করতে পারব। তিনি স্মরণ করিয়েছেন বর্তমান ভারত রাষ্ট্র ও সরকারের কর্পোরেট নির্ধারিত উন্নয়নের বাইরেও ভারতের কোটি কোটি মানুষ প্রকৃতি-নির্ভর সমান্তরাল ব্যবস্থায় বেঁচে আছেন।

এখানেই বহুজনের কাছ থেকে শোনা গিয়েছে একটি তাৎপর্যপূর্ণ যুক্তিঃ 'নেপালি' পরিচিতি গোর্খাদের 'ভিনদেশি' বানায়; অথচ, আম বাঙালী তাদের 'নেপালি' বলতেই অভ্যস্ত। তারা আরো বলেছেন মহারাষ্ট্রে বাঙালিদর 'বাংলাদেশি' বলে; সেটা কতোটা ঠিক?

এপিডিআর-র তথ্যানুসন্ধানী দলের সঙ্গে কলা সংঘমের দু'জন সদস্য থেকেছেন। (তাদের ধন্যবাদ)

22. তথ্যানুসন্ধানী দলের প্রেস বিবৃতি

Eternal Vigilance is the Price of Liberty

A P D R

Association for Protection of Democratic Rights

18, MADAN BARAL LANE, KOLKATA- 700 012, Phone: 9432276415

E-mail: apdr.wb@gmail.com. Website: ~~apdr.org.in~~ apdrwb.in

প্রেস রিলিজ তারিখ: ২২/০৭/২০১৭

"একটি স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল"। দুদিন ধরে এপিডিআর প্রতিনিধি দল পাহাড়ের সমস্যা জর্জরিত এলাকা পরিদর্শন করে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছে।

২০ এবং ২১ শে জুলাই, ২০১৭ এপিডিআর এর কেন্দ্রীয় তথ্যানুসন্ধানী দল দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে দার্জিলিং পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় যায়। কার্শিয়াং, সোনাদা, দার্জিলিং, বিজনবাড়ী, কালিম্পং — প্রতিটি এবং প্রত্যেকটি স্থানেই প্রভূত মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিদর্শন আমরা পেয়েছি। আমরা কথা বলেছি নিহত আন্দোলনকারীদের পরিবারের সঙ্গে, আন্দোলনকারী দলগুলির যৌথ নেতৃত্বের সঙ্গে, যোগাযোগ করেছি প্রশাসনিক স্তরে, সর্বোপরি সাধারণ মানুষের সঙ্গে।

আমাদের অভিজ্ঞতা

(১) সিংমারি, সোনাদা এবং মিরিক-এ গুলিচালনায় নিহত ব্যক্তি মোট নয় জন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুলি লেগেছে শরীরের উপরিভাগে — এমনকি মুখে। মৃতদের ময়না তদন্তের ভিডিওগ্রাফী করা হয়নি। রাজ্য সরকার পুলিশের গুলিচালনার কথা স্বীকার করছে না। প্রত্যক্ষদর্শীরা জোর দিয়ে পুলিশের ভূমিকার কথাই বলছেন।

(২) পাহাড়ে খাদ্য সংকট তীব্র। রেশন মিলছে না, কারণ সরকার পাহাড়ে রেশন পৌঁছে দিতে চাইছে না আন্দোলনকারীদের বনধের ধুয়ো তুলে। অথচ অতিরিক্ত পুলিশ ও আধা সেনা পৌঁছাতে সরকার দেরী করেনি। আমরা মনে করি পাহাড়ের মানুষের খাদ্যের অধিকার (রাইট টু ফুড) লঙ্ঘিত হয়েছে।

(৩) গোর্খাদের আত্মপরিচয় সংক্রান্ত সমস্যা দীর্ঘদিনের। জাতিগত বঞ্চনার অভিযোগও তারা অনেকদিন ধরেই করছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত রাজ্যের প্রতিটি স্কুলে বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে — এই বিষয়টি অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। বস্তুত, ওই স্ফুলিঙ্গটিই বর্তমানে দাবানল

পরের পৃষ্ঠায় দেখুন

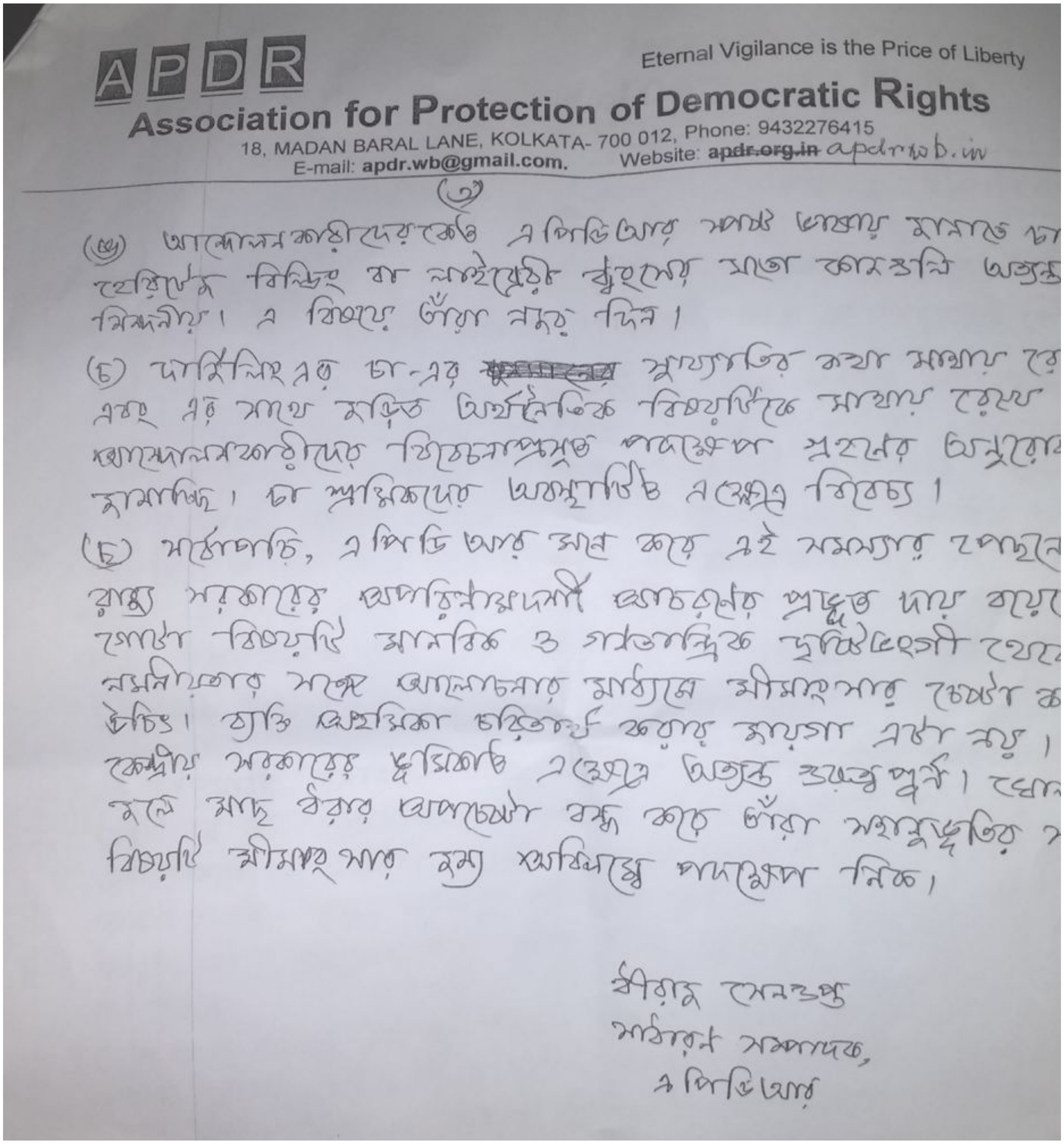

Eternal Vigilance is the Price of Liberty

APDR

Association for Protection of Democratic Rights

18, MADAN BARAL LANE, KOLKATA- 700 012, Phone: 9432276415

E-mail: apdr.wb@gmail.com. Website: ~~apdr.org.in~~ apdrwb.in

(৩)

(ঙ) আন্দোলনকারীদের ক্ষেত্রেও এপিডিআর সমস্ত ভাবনায় মানতে চা
হেরিটেজ বিল্ডিং বা লাইব্রেরী ধ্বংসের মতো কাজগুলি অত্যন্ত
নিন্দনীয়। এ বিষয়ে তাঁরা নজর দিন।

(চ) দার্জিলিং এর চা-এর ~~[illegible]~~ সুখ্যাতির কথা মাথায় রে
এবং এর সাথে যুক্ত অর্থনৈতিক বিষয়টিকে মাথায় রেখে
আন্দোলনকারীদের বিবেচনাপ্রসূত পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ
জানাচ্ছি। চা শ্রমিকদের অবস্থাটিও এক্ষেত্রে বিবেচ্য।

(ছ) সর্বোপরি, এপিডিআর মনে করে এই সমস্যার পেছনে
রাজ্য সরকারের অপরিণামদর্শী আচরণের প্রভূত দায় রয়ে
গোটা বিষয়টি মানবিক ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে
নাগরিকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা ক
উচিত। ব্যক্তি আক্রমণ চরিতার্থ করার জায়গা এটা নয়।
কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকাও এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঘোল
জলে মাছ ধরার অপচেষ্টা বন্ধ করে তাঁরা সহানুভূতির স
বিষয়টি মীমাংসার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নিক।

ধীরাজ সেনগুপ্ত
সাধারণ সম্পাদক,
এপিডিআর

23. ডেপুটেশনঃ দারর্জিলিং জেলাশাসক

Eternal vigilance is the price of liberty

Association for Protection of Democratic Rights

APDR – Estd. – 1972

(গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি)

18, Madan Baral Lane, Kolkata - 700 012

E.Mail – apdr.wb@gmail.com
Mobile No. 9474175383

Website:apdrwb.in

Ref.No……………….
Date 20/07/2017

To
The District Magistrate,
Darjeeling.

Sir,

As you know Right to self-determination of the people of India is not at all illegal or un-constitutional. On this issue the fresh flare-up at Darjeeling occurred due to the death of 9 persons allegedly caused by police firing keeping entire hill region in mayhem. The protest erupted in a natural course was turned to clashes between security forces and protesters. The role of the state administration was found very incompetent and inefficient in handling the situation and to pacify it. It is noted that the people of hills are cut off from any internet facility since 17th June, 2017. It is also known that the food, medicine and baby food supply to hill is intercepted by administration in the name of naka-checking. Given the situation our association strongly condemns the brutality and excess of security forces on protesters and campaigner of "Gorkhaland" movement and we demand:-

(i) Judicial enquiry of police firing & deaths.
(ii) Punishment of the concerned police personnel's involved in those incidents.
(iii) Adequate compensation to victims' families and provide them other humanitarian assistance.
(iv) Immediate withdrawal of Army and Para-military forces from hills.
(v) Immediate restoration of Internet Connection in hills.
(vi) Free passage for food and medicines to hills which are alleged to be stopped by police force.
(vii) Opening of dialogue to restore normalcy in Darjeeling hill region immediately.

Recd. 20/7/17

SUB-DIVISIONAL OFFICER • SADAR • DARJEELING

Dhiraj Sengupta 20/7/17
General Secretary,
Association for Protection of Democratic Rights.

24. দারর্জিলিং ম্যপ

সৌজন্যঃ উইকিপেডিয়া

25. শিলিগুড়ি শাখার প্রেস বিবৃতিঃ ৯ই আগষ্ট, ২০১৩